চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান: ২৩ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিনা টিকিটে যাত্রীদের ভ্রমনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর ভিতরে ২১ যাত্রীকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন রেলওয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির হাজতে রাখার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক।

আজ রবিবার সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে দুটি ট্রেনের অভিযান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশনাল স্টেট অফিসার মো. নুরুজ্জামান।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন নাটোরের লালপুর থানাধীন পুরাতন ঈশ্বরদী এলাকার আমিনুল শেখের ছেলে মুকুল হোসেন, নীলফামারী জেলার মাঝপাড়া এলাকার হোসেন আলীর ছেলে আরিফ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে আলামীন, নাটোর জেলার লালপুর থানাধীন চংখপাইল এলাকার বকতারের ছেলে আশিক, ঢাকা জেলার দোহার থানাধীন বারহা দোয়ার এলাকার গফফুর আলীর ছেলে শাইন, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ গ্রামের সানোয়ারের ছেলে আতিকুল, কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানাধীন উত্তর কাঠদহহ এলাকার মিনহাজ্বের ছেলে সুজন আলী, যশোর জেলার দিয়ারা এলাকার মফিজুরের ছেলে বিল্লাল, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন ইসলামপুর এলাকার আমজাতের ছেলে মামুনী, যশোর জেলার আরএন রোডের মৃত আনারুল হকের ছেলে আমিনুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে লুৎফর রহমান, খুলনা জেলার শেরেবাংলা রোডের সোনাডাঙ্গা এলাকার মৃত শেখ সাইদুল হকের ছেলে জাহিদ হোসেন, যশোর বারোবাজার এলাকার মৃত নিয়ামুল মিয়ার ছেলে কিতাব আলী, চাপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট থানাধীন মুছরিভুজা গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে বাবুল আক্তার, পাবনার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত নান্নুর ছেলে রমজান আলী, নাটোরের পুরাতন ঈশ্বরদী গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার উত্তর কাঠদহ এলাকার

ইব্রাহিম খলিলের ছেলে শিপন, একই এলাকার নুর ইসলামের ছেলে ঝন্টু, রাজবাড়ি জেলার উদয়পুর গ্রামের চাঁনখার ছেলে মিলন, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে ইউসুফ আলী ও মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বানদেবপুর গ্রামের হিসাব আলীর ছেলে এনামুল হক।

এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন চুয়াডাঙ্গার গোপালের ছেলে বিষ্ণু ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কালীপুর গ্রামের নজিরখার ছেলে সোহাগ।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুদ রানা বলেন, বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে ২১ যাত্রীকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হাজতবাসের নির্দেশ দেন। সাজাপ্রাপ্তদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতল আধুনিক ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতল আধুনিক ভবন কার পার্কিং, প্লাটফর্ম ও শেড নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন চত্বরে এ উদ্বোধন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক ছেলুন (এমপি)।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে দেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। জেলায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে। বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। কিছুদিন আগে ওভারপাস নির্মাণ

চুয়াডাঙ্গা উন্নয়নের বড় অর্জন। এর পরপরই আবার চুয়াডাঙ্গা বাসীর সুবিধা করার জন্য আধুনিক রেলওয়ে স্টেশন বড় একটা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন হবে এটির মাধ্যমে। এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো নৌকা মার্কা ভোট দিতে হবে।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার( অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার, রেলওয়ে পশ্চিমের প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাফুজুর রহমান মনজু, ঠিকাদার আরেফিন আলম রঞ্জু, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও রেলওয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে জানা যায়, ১০ কোটি ১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ধরা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন দ্বিতল আধুনিক ভবন নির্মাণ কাজের। কাজ শেষ হতে সময় লাগবে ৫৪০ দিন।

আলমডাঙ্গার রেলস্টেশনের টিকিট সিন্ডিকেট বেপরোয়া

আলমডাঙ্গার রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট কালোবাজারিদের কাছে জিম্মি সাধারণ মানুষ। ঢাকা কিংবা খুলনায় যেতে হলে পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে। অধিক টাকা দিলে স্টেশনের কাউন্টারের টিকিট মিলছে স্টেশনের নিচে চা, ছেলুন ও হোটেলে। এছাড়াও জাল টিকিট ক্রয় করে অনেকে জরিমানার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার রেল স্টেশনে টিকিট সিন্ডিকেট বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আগে থেকেই স্টেশনের কাউন্টার থেকে নামে-বেনামে টিকিট কেটে যাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে

এমন কর্মকান্ড চলে আসলেও বিষয়টি দেখার কেউ নেই। টিকিট সিন্ডিকেটের কারণে প্রতি নিয়ত যাত্রীদের গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা।

গত বৃহস্পতিবার কামালপুরের ডাবলু রহমানের ছেলে হাসান রাতের সন্দরবন ট্রেনে ঢাকায় যাবার জন্য স্টেশনে টিকিট কিনতে যায়। স্টেশনের কাউন্টারে টিকিট না পেয়ে সে নীচে চায়ের দোকানদার ইদবার আলীর কাছ থেকে ৩শ’ ৭৫ টাকার টিকিট ৮শ’ টাকা দিয়ে ক্রয় করে।

রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছেড়ে যায়। ট্রেন উল্লাপাড়া স্টেশনে পৌছালে ট্রেনের চেকার টিকিট চেক করতে এসে হাসানের কাছে থাকা জাল টিকিট শনাক্ত করেন। পরে জরিমানাসহ খুলনা থেকে টিকিটের মূল্য পরিশোধ করে হাসান। ফিরে এসে বিষয়টি এলাকার যুবকদের জানালে তারা চা দোকানি টিকিট সিন্ডিকেটের সদস্য ইদবারকে ধরে। পরে স্টেশনে এক সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে জরিমানাসহ টিকিটের টাকা ফেরত দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রায় ৩-৪মাস আগেই একই ভাবে জাল টিকিট বিক্রি করে ইদবার আলী এমন কান্ড ঘটিয়েছিল। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন স্টেশন এলাকার ইদবার আলী, বিপুল, খাইরুল, ফ্লাক্সিলোড ব্যবসায়ী শাহিনসহ অনেকেই টিকিট সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত।

তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন উপজেলাবাসী।